সংবাদ

019

তারিখ ... ২৫...৫.৮৫...
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ৫ ...

বোর্ডের অননুমোদিত বই প্রসঙ্গে

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ও নির্ধারিত পাঠ্য বইগুলো ছাড়াও সহপাঠ হিসেবে কতিপয় বিষয়ে কিছু বইপত্র পড়ানো হয়। এ সব বইগুলো বেসরকারী প্রকাশনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বোর্ড বইগুলোর গুণ ও মান পরীক্ষা করে বিভিন্ন ক্লাসের সহপাঠ হিসেবে সেগুলোর মধ্য থেকে অনুমোদন দিয়ে থাকেন। বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বইগুলোতে যথারীতি বোর্ডের পত্র বা স্মারক নম্বর উল্লেখ থাকে। এ ধরনের সহপাঠ্য বইগুলোর মধ্যে নবম দশম শ্রেণীর বাংলা ও ইংরেজী রচনা, ইংরেজী ব্যাকরণ, ষষ্ট, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য বাংলা ও ইংরেজীর রচনা ও ব্যাকরণ উভয় বিষয়ে দ্রুতপঠন, আরবী ও সংস্কৃত রয়েছে। বোর্ড কর্তৃক প্রতিটি বিদ্যালয়ে এইমর্মে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বোর্ডের অনুমোদিত বই ছাড়া অন্য কোন বই সহপাঠ হিসেবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না (পত্র নং ৩/১৫-১-৮৪)। কিন্তু পাঠ্য তালিকা প্রস্তুতের সময় উক্ত নির্দেশ উপেক্ষা করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকেই প্রাধান্য দেয়া হচেছ।

মফস্বল এলাকায় অধিকাংশ পুস্তক ব্যবসায়ী পেশায় স্কুল শিক্ষক। কেউ কেউ আবার বই বিক্রির মৌসুমে শিক্ষকতার পাশাপাশি পুস্তক ব্যবসায় নামেন। জেলা বা মহকুমা শহর থেকে তারা বইপত্র কিনে বিক্রি করেন। বোর্ডের প্রকাশিত বইগুলো বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত এজেণ্টদের মাধ্যমে বিক্রি করা হয় এবং তার কমিশন সুনির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু সহপাঠ্য বইগুলো প্রচার ও পরিচয়ের মাধ্যমেই বিক্রি করতে হয়। একই শ্রেণীর একই বিষয়ের উপর বোর্ডের অনুমোদিত বইগুলো ছাড়াও অতিরিক্ত ২০/২৫টি করে বই বাজারে পাওয়া যায়। এ সব বই-এ উচ্চহারে কমিশন পাওয়া যায় বলে বই বিক্রেতাগণ এসব বই-ই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করার জন্য নানা ধরনের সুযোগের আশ্রয় নেন। বই বিক্রেতাদের মধ্যে অধিকাংশ স্কুল শিক্ষক হওয়ার বোর্ড কর্তৃক নির্দেশ থাকা সত্বেও বোর্ডের অনুমোদনবিহীন বইগুলোই পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। আবার কোন কোন শিক্ষক একক বা যুগ্ম নামেও সহপাঠ্য বই প্রণয়ন করে থাকেন। বোর্ডের অনুমোদন ছাড়াই এসব বইও ব্যাপকভাবে পাঠ্য করা হয়।

বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন বিহীন এধরনের বইগুলোর গুণ ও মান যেমন নিম্ন ধরনের, তেমনি মূল্যও অত্যাধিক। সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্রের এ ধরনের শুধুমাত্র সহপাঠ্য বই কিনতেই ১০০-১৫০ টাকার প্রয়োজন হয়। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে রচনা ও ব্যাকরণ বিষয়ে (যথাক্রমে ২০ ও ৪০ নম্বরের জন্য) ২০০ থেকে ৩০০/৩৫০ পৃষ্ঠার আলাদা আলাদা বই পাঠ্য করার পশ্চাতেও কোন শুভ প্রচেষ্টা নেই বলেই আমাদের বিশ্বাস। পাঠ্য তালিকায় এধরনের সহপাঠের বোঝা শিক্ষার্থীরা যেমন বহন করতে পারে না, তেমনি বইগুলো কেনাও অভিভাবকদের পক্ষে বোঝা হয়ে দাড়ায়। যার জন্য দেখা যায় অধিকাংশ অভিভাবকই তাদের সন্তানদের জন্য বৎসরের শেষে গিয়েও সহপাঠ্য বই কিনে দিতে পারেন না।

সহপাঠ্য বইগুলোর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে সহপাঠ্য বইগুলোর বিষয়বস্তুর টেক্সট বইয়েও অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া যায়। আর যদি পৃথক বই হিসেবেই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে বোর্ডের অনুমোদিত বই ছাড়া যেন অন্য কোন বই কোন বিদ্যালয়ে পাঠ্য তালিকায় স্থান না পায়, তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাই। অনুমোদিত বইগুলোর গুণ ও মানের সঙ্গে মূল্যের বিষয়টিও বিবেচনার যোগ্য বলে মনে করি।

—মোস্তফা কামাল
গ্রাম ও ডাকঘর-নারিতাবাড়ী,
জামালপুর।